দৈনিক সংবাদ

31

তারিখ 06 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

কি হচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শনি ও রোববার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ ও বিডিআরের যৌথ অভিযানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ওখানকার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ পাঁচজন কর্মী আটক হবার পর পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে পড়ে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল থেকে ছাত্রদলের 'ক্যাডার'রা পালায়। পুলিশ বনাম ছাত্রদল এবং ছাত্রদল বনাম ছাত্রলীগের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। দু'টি হলে পুলিশী অভিযানের পর ছাত্রলীগ কর্মীরা হল দু'টিতে 'অবস্থান' নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হয় ক্যাম্পাসও তাদেরই দখলে।

বিএনপি শাসনামলের মধ্যভাগে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা পুলিশের সহায়তায় ছাত্রলীগকে হলগুলো থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল সে 'যৌথ অভিযানে'র কাহিনী। গত শনি ও রোববার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দু'টি যেভাবে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠনের দখলে চলে এসেছে, তাতে প্রায় একই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করছেন।

তবে একথা ঠিক যে,-যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্তত দু'জনের কীর্তিকলাপের কথা পত্রপত্রিকায় এ যাবৎ প্রচুর এসেছে। এরা দু'জন হলেন স্থানীয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। বিএনপি শাসনামলের শেষদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল তুহিন ও তোফা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কয়েক দফা বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটিয়েছিল। তাদের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ময়মনসিংহ শহরেও। এক গ্রুপের দ্বারা বিতাড়িত আরেক গ্রুপ হরতাল ডেকেছিল। পরে তাদের মধ্যে 'মিটমাট' করে দেয়া হয়। পুলিশ বলছে, তাদের বিরুদ্ধে হত্যাসহ নানা অভিযোগে মামলা রয়েছে। আদালতে হাজিরা না দেয়ায় সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে নাকি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। সুতরাং চিহ্নিত 'ক্যাডার'দের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের প্রশংসাই করতে হয়।

তবে সংঘর্ষের রূপ দেখে মনে হচ্ছে ছাত্রলীগ পুলিশী অভিযানের ফায়দা নিয়েছে। তাদের হল দখলের কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্যাম্পাস থেকে একপ্রকার বিতাড়িত হয়ে ছাত্রদল কর্মীরা এখন শহর এলাকায় তাদের 'তৎপরতা' জোরদার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে।

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ছাত্রলীগের কাউকে আটক করেছে বলে জানা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান চলাকালে ছাত্রলীগ কর্মীরাও তাদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে জড়িয়ে যায়। পরে এর সমালোচনা হওয়ায় পুলিশ ছাত্রলীগের কয়েকজন সন্ত্রাসীকেও আটক করে। তা নিয়ে আবার নানা ঘটনা ও প্রশ্নের জন্ম হয়।

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান চালানোর সময় পুলিশ যেন কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়ার জন্য আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাই। অন্যথায় রাজনীতিতে সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত না করে বরং এক দলের বদলে আরেক দলকে সন্ত্রাস করার সুযোগ করে দেয়া হবে। বিগত সরকারের আমলের অভিজ্ঞতা তাই বলে।